ভূরুঙ্গামারীতে সরিষার আবাদ বেড়েছে

মো. মনিরুজ্জামান, ভূরুঙ্গামারী (কুড়িগ্রাম) : আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় চলতি মৌসুমে কুড়িগ্রামের ভূরুঙ্গামারীতে সরিষা আবাদের নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। বাম্পার ফলনে লাভের আশায় হলুদ ফুলে স্বপ্ন বুনছে কৃষক। কম খরচে, অল্প পরিশ্রমে লাভ বেশি হওয়ায় সরিষা চাষে আগ্রহ বাড়ছে কৃষকদের। উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় সরেজমিনে গিয়ে দেখা যায়, দিগন্ত জোড়া মাঠে সরিষার হলুদ ফুলে ছেয়ে গেছে। কৃষকরা জানান, আমন উৎপাদনের পর প্রায় তিন মাস পড়ে থাকা পতিত জমিতে বাড়তি লাভের আশায় ব্যাপক হারে সরিষা চাষ করেছে এলাকার কৃষকরা। নদ-নদী তীরবর্তী ও চরাঞ্চলের পলি মিশ্রিত জমি সরিষা চাষের উপযোগী। সেচ, সার ও অন্যান্য খরচ কম হওয়ায় এবার সরিষার বাম্পার ফলনের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। কৃষকদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, জমিতে সরিষা রোপণ করা থেকে পরিপক্ক হতে সময় লাগে প্রায় দেড় থেকে দুই মাস। প্রতি বিঘা জমিতে সরিষা চাষে সবমিলিয়ে খরচ হয় দুই থেকে আড়াই হাজার টাকা। এক বিঘা জমিতে সরিষা উৎপাদন হয় ৫-৬ মণ। সরিষা উত্তোলন করে সিডিল টাকা দিয়ে একই জমিতে বোরো ধান আবাদ করেন চাষিরা।

লাভের স্বপ্ন বুনছে কৃষক

উপজেলার পাইকের ছড়া ইউনিয়নের কৃষক নজরুল ইসলাম, ইসমাইল হোসেন ও আব্দুল জলিল জানান, আমরা এবার আড়াই বিঘা জমিতে সরিষা চাষ করেছি, আবাদ ভাল হয়েছে। আবহাওয়া অনুকূল থাকলে সরিষায় ভাল লাভ করতে পারব। পাশাপাশি খাবার তেলের চাহিদাও মিটবে। উপজেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর জানায়, চলতি মৌসুমে উপজেলার ১০ টি ইউনিয়নে ২ হাজার ২৭০ হেক্টর জমিতে সরিষা চাষের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল। চাষ হয়েছে ২ হাজার ৩১০ হেক্টর জমিতে। কৃষি প্রণোদনার আওতায় প্রত্যেককে ১ কেজি করে ২ হাজার ৪৫০ জন কৃষককে সরিষার বীজ প্রদান করা হয়েছে। উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা সুজন কুমার ভৌমিক জানান, সরিষা মূলত একটি তেল ও মসলা জাতীয় ফসল। সরিষার তেলের পুষ্টিগুণ অনেক বেশি। অধিক ফলন পেতে কৃষকদের নানা পরামর্শ প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়াও উপ-সহকারি কৃষি কর্মকর্তাগণ সার্বক্ষণিক কৃষকদের সাথে মাঠে যোগাযোগ রাখছেন।